**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য**

১৮ আগস্ট, ২০১৩। স্থান: গণভবন।

প্রিয় সাংবাদিককৃন্দ,

সবাইকে ঈদোত্তর শুভেচ্ছা।

শোকের মাস আগস্টে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার মা-ভাইসহ ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মৃতির প্রতি।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে নিরঙ্কুশ ম্যান্ডেট দেয়। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমাদের সরকারের প্রায় ৪ বছর ৮ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে।

নির্বাচনের আগে আমরা ‘‘রূপকল্প ২০২১'' ঘোষণা করেছিলাম। যার লক্ষ্য ছিল একটি ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যমআয়ের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা আন্তরিকতার সাথে কাজ করছি। এসব অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি।

আপনার জানেন, একটা ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই। সে অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেশের সার্বিক অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

এখন দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি অত্যন্ত স্থিতিশীল। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং নানা ষড়যন্ত্র ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা ৬ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৮৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে রিজার্ভের দিক থেকে ভারতের পরই এখন বাংলাদেশের অবস্থান।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫০ মার্কিন ডলার হয়েছে। দারিদ্র্য হার কমে ২৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।  দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৮ হাজার ৬০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৩২ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে।

শিল্পখাতে উন্নয়নের ফলে রপ্তানি আয় ২০০৮ সালের ১৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে গত অর্থবছরে ২৭ দশমিক শূন্য তিন বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জুলাই মাসে ৩ বিলিয়ন ডলারের অধিক রপ্তানি হয়েছে। ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের সময়ে এসেছিল ১৮৭ কোটি ডলার। বর্তমান সরকারের ৪ বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ৩৯২ কোটি ডলার।

২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ২০ লাখ ৪২ হাজার মানুষের বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। বিগত সরকারের সময়ের চেয়ে এটা দ্বিগুণেরও বেশী। আমাদের সময়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলারের বেশী রেমিট্যান্স এসেছে। যা বিগত সরকারের তুলনায় ৪ গুণ বেশি।

শিক্ষাখাতে বর্তমান সরকার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রবর্তন, ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। গত ৪ বছরে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় ৯২ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে।

আমরা প্রায় ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ফ্লাইওভার নির্মাণ করেছি। বেশ কয়টি বড় বড় সেতু নির্মাণ করেছি। হাতিরঝিল ও কুড়িল ফ্লাইওভার রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে মাইলফলক। যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারসহ অন্যান্য প্রকল্পসমূহ অচিরেই চালু করা হবে।

ষড়যন্ত্র করে পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বানচাল করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই পদ্মা সেতুর মূল নির্মাণ কাজ শিগগিরই শুরু হবে, ইনশাল্লাহ।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দেশের সবগুলো ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পুরনো হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় দেশে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। তারা বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করে। হাওয়া ভবন সংশিস্নষ্ট লোকজন এসব পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল। যার বিরুদ্ধে আমেরিকার এফবিআই আমাদের দেশে এসে আদালতে সাক্ষী দেয়। পাচারকৃত টাকার কিছু অংশ ফেরত আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থাকার পরও জরিমানা দিয়ে কালো টাকা সাদা করা হয়।

আমরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছি। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে।

হলমার্ক, ডেসটিনিসহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। দোষীদের অনেকের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় এবং মুক্ত গণমাধ্যমে বিশ্বাস করি। আমরা এবার ১৫টি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছি।

আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। সাংবাদিক হত্যাকান্ডের বিচার অতীতে হয়নি। সম্প্রতি ফরিদপুরের গৌতম দাস হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। হুমায়ুন কবীর বালু, মানিক সাহা, শামসুর রহমান, শেখ বেলাল, দীপঙ্কর চক্রবর্তীসহ সাংবাদিক হত্যাকান্ডের তদন্ত হচ্ছে এবং বিচার অবশ্যই হবে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে আমরা ফান্ড সৃষ্টি করেছি এবং ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছি। যার রোয়েদাদ অচিরেই সরকারি গেজেটের মাধ্যমে ঘোষিত হবে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যারা গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে, তাদের বিচারের আওতায় আনা ছিল আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। দেশের ভিতরে এবং বাইরে সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে ইতোমধ্যে আদালত ৬টি মামলার রায় ঘোষণা করেছে।

স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি দেশে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনজীবন ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। যারা যুদ্ধাপরাধী এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের বিচার ব্যাহত করতে চায়, দেশবাসীকে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক ও সোচ্চার হবার জন্য আহ্বান জানাই।

আমরা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন করেছি। আমাদের এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। উদার গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে পরিচিত।

জামাত-বিএনপি'র নেতৃত্বে একটি ধর্মান্ধ মহল বাংলাদেশকে অন্ধকার জগতের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। নারী প্রগতির বিরুদ্ধে তারা নানা ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে।

আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শান্তির ধর্ম ইসলাম এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মুসলমানদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চেতনা রক্ষায় বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট। আমরা সকল ধর্মের মানুষে সহঅবস্থান এবং নিজ নিজ ধর্মকর্মের স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

আমাদের লক্ষ্য জনগণকে সাথে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আমি জনগণকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাই।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

বর্তমান সরকারের আমলে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনসহ ৫ হাজার ৭২৩টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৩ হাজার ৯৪১ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এসব নির্বাচনে আমাদের দলের অনেক প্রার্থী পরাজিত হয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠেনি। আমার সরকার ও প্রশাসন সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমরা কেউ ভুলে যাইনি। তারা তিনমাসের জায়গায় ২ বছর ক্ষমতায় ছিল। রাজনীতিক, ব্যবসায়ীসহ সমাজের এমন কোন পেশার লোক নেই যাঁরা তাদের হাতে নির্যাতনের শিকার হননি। আমাকে এবং বিরোধীদলের নেত্রীকে আটক রাখা হয়েছিল।

পূর্ববর্তী প্রতিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ই নির্বাচন নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। ২০০১ ছাড়া আর কখনো নির্বিঘ্নে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়নি। অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা বদলের যে কোন অপচেষ্টার বিষয়ে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই।

আমি সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, ইনশাআল্লাহ নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে জনগণ নির্বিঘ্নে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। দেশবাসীর ইচ্ছা অনুযায়ীই নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হবে।

আগামী জাতীয় নির্বাচন আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা উন্নয়নের যে ধারা চালু করি, বিএনপি-জামাত জোট সরকার এসে তা বানচাল করে দেয়। দেশ ও নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের স্বার্থেই জনগণ আবারও আমাদের নির্বাচিত করবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দেশের সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমরা বিশ্বাসী। আমি আশা করি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহ অরাজকতা পরিহার করে নির্বাচনমুখী হবে।

আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো, ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

---